হিন্দু আইন ও উত্তরাধিকার

প্রকৃতি ও প্রয়োগ ॥ উৎস ॥ উত্তরাধিকার ॥ বিয়ে ॥ ভরণপোষণ ॥
অভিভাবকত্ব ॥ দত্তক দান ॥ উইল ॥ যৌথ পরিবার ॥ স্ত্রীধন ॥ দেবোত্তর

- স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অধিকার
  (সর্বশেষ উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত বাংলা অনুবাদসহ)
- বিষয়ভিত্তিক উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত
- উল্লেখযোগ্য মামলার বিবরণ
- হিন্দু ফারায়েজ
- প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ

পি.এম. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ প্রামাণিক)
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

ইউনিক ল' বুক হাউস

সূচিপত্র

অধ্যায়-প্রথম

১। স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশ প্রাপ্তিতে উচ্চ আদালতের রায়ের বাংলা রূপ..... ১৩
২। স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশ প্রাপ্তিতে আর বাধা নেই মর্মে হাইকোর্টের রায়ের ইংরেজি রূপ ৩০
৩। স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশ প্রাপ্তিতে আদালতের দৃষ্টান্ত-এর সংক্ষিপ্ত রূপ..... ৪৫
৪। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত মামলা ৪৫

অধ্যায়-দুই

হিন্দু আইনের প্রকৃতি ও প্রয়োগ

১। হিন্দু কারা/হিন্দু কে..... ৪৮
২। বংলাদেশে কারা হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হয়..... ৪৮
৩। হিন্দু আইন যাদের উপর প্রযোজ্য নয় ৪৮
৪। হিন্দু আইন কাকে বলে..... ৪৯
৫। হিন্দু জাতির শ্রেণিবিভাগ..... ৪৯
৬। হিন্দু আইনের প্রকৃতি ও প্রয়োগ ৪৯
৭। হিন্দু আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র..... ৫০
৮। এক হিন্দু এক রাজ্যে থেকে অন্য রাজ্যে গেলে সে তার সাথে ব্যক্তিগত আইনও বহন করে ৫১
৯। প্রথা ধর্মশাস্ত্র থেকেও শক্তিশালী ব্যাখ্যা কর ৫২

অধ্যায়-তিন

হিন্দু আইনের উৎস

১। হিন্দু আইনের উৎস কয়টি ও কী কী..... ৫৩

অধ্যায়-চার

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন

১। ভূমিকা ৫৭
২। উত্তরাধিকারীদের অধিকার ৫৭
৩। ধর্মান্তরিত হিন্দুর উত্তরাধিকার এবং বিভ্রান্তি নিরসন ৬২
৪। হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান ৬৩
৫। হিন্দু আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশী স্বত্ব ঠেকিয়ে রাখা যায় না .. ৬৪
৬। যে সকল কারণে উত্তরাধিকারিত্বে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ৬৪
৭। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে হিস্যা বণ্টননীতি ৬৫
৮। হিন্দু ফারায়েজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ৬৭
৯। উত্তধিকার সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ ৬৫

অধ্যায়-পাঁচ

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মতবাদ ও অংশ বণ্টন

১। পিন্ড থিওরি (Doctrin of pinda) ৬৮
২। উত্তরাধিকারীদের মৌলনীতি ৬৯
৩। অংশপিছু ও মাথাপিছু উত্তরাধিকার ৭০
৪। পুত্র, প্রৌত্র ও প্রপ্রৌত্র যাদের পিতা ৭১
৫। ভাবী উত্তরাধিকার ৭১
৬। উত্তরাধিকার স্থগিত রাখা যায় না ৭১
৭। উত্তরাধিকারীত্বে বাঁধা ৭২
৮। উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়ার ফল ৭২
৯। মিতক্ষরা ও দায়ভাগ মতবাদের পার্থক্য ৭২
১০। দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইন ৭৩
১১। দায়ভাগ মতানুসারে উত্তরাধিকারদের শ্রেণিবিভাগ ৭৪
১২। প্রধান শ্রেণির উত্তরাধিকারী ৭৪
১৩। অপ্রধান শ্রেণির উত্তরাধিকারী ৭৫
১৪। দায়ভাগ মতানুসারে সপিণ্ডদের মধ্যে উত্তরাধিকার ক্রম ৭৫
১৫। দায়ভাগ মতানুসারে উত্তরাধিকার নির্ণয় ৭৬
১৬। স্ত্রীধন সংক্রান্ত উত্তরাধিকার আইনের সমস্যা ও সমাধান ৮১
১৭। অযৌতুক স্ত্রীধনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার ৮৩
১৮। শুল্ক স্ত্রীধনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার ৮৪
১৯। অন্বধেয়ক স্ত্রীধনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার ৮৫

২০। কুমারী বা অবিবাহিতা স্ত্রীধনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার ৮৬
২১। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ ৮৭
২২। বণ্টন সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত ৮৯

অধ্যায়-ছয়

দান

১। দান কী ৯১
২। দানের শ্রেণিবিভাগ ৯১
৩। কোন কোন সম্পত্তি দানসূত্রে হস্তান্তর করা যায় ৯২
৪। দানের নিয়ম ও প্রক্রিয়া ৯৩
৫। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২ এর ধারা ১২৩ ..... ৯৩
৬। দান গ্রহণ ৯৩
৭। দখল অর্পণ ৯৩
৮। অজাত ব্যক্তির বরাবরে দান ৯৪
৯। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৮৮২ শর্তাধীন শর্ত ৯৫
১০। জীবনস্বত্ব সংরক্ষণ অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সংরক্ষণ ৯৫
১১। দান প্রত্যাহার ৯৫
১২। দানের উপাদান ৯৫
১৩। দাতার মৃত্যুর পর দানপত্র রেজিস্ট্রি করা যায় কিনা ৯৬
১৪। মৃত্যুর সম্ভাবনা কালে দান ৯৬
১৫। দান আর উইল এক বিষয় নয় ৯৬
১৬। দানকৃত সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম ৯৭
১৭। জীবন স্বত্বদান দলিল রেজিস্ট্রেশন ফি ৯৭
১৮। দানের ঘোষণাপত্র দলিলের রেজিস্ট্রি খরচ ৯৭
১৯। দান বিষয়ক উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ ৯৯

অধ্যায়-সাত

উইল বা ইচ্ছাপত্র

১। উইল ১০১
২। কে উইল করতে পারে ১০২
৩। ভিন্ন ধর্মের অনুকূলে উইল ১০৩
৪। সম্পত্তির কত অংশ উইল করা যায় ১০৩
৫। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়নি এমন ব্যক্তির ব্যাপারে উইল ১০৩
৬। উইল মৌখিক বা লিখিত ১০৪
৭। উইল অসিদ্ধ হওয়া ১০৪

৮। উইল প্রত্যাহার ১০৪
৯। উইল রদকরণ ১০৪
১০। যে সম্পত্তি উইল করা যায় না..... ১০৫
১১। দানপত্র ও ইচ্ছাপত্রের মধ্যে পার্থক্যঃ..... ১০৫
১২। উইলদাতার নিট সম্পত্তি..... ১০৫
১৩। উইলের উপাদান..... ১০৫
১৪। যে সকল কারণে একটা উইল বাতিল বা বিলুপ্ত হতে পারে..... ১০৬
১৫। উইল প্রবেট ১০৬
১৬। উইলের রেজিস্ট্রেশন ১০৬
১৭। উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫ এর ধারা ৫৯ ..... ১০৭
১৮। উইলের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি..... ১০৭
১৯। অজাত ব্যক্তির বরাবরে উইল সম্পাদন ১০৮
২০। উইলের পদ্ধতি..... ১০৯
২১। প্রকাশিত উইলের সম্পাদন..... ১১০
২২। উইল প্রত্যাহার..... ১১০
২৩। হিন্দু আইনে উইলের বা ইচ্ছাপত্রের মডেল ১১১
২৪। উইল বা ইচ্ছাপত্র সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত মামলা ১১২
২৫। উইল বা ইচ্ছাপত্র সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের কতিপয় সিদ্ধান্ত..... ১১৫

অধ্যায়-আট

দত্তক সম্পর্কিত

১। দত্তক কাকে বলে..... ১১৭
২। দত্তক নেয়ার উদ্দেশ্য ১১৭
৩। ধর্মীয় উদ্দেশ্য..... ১১৭
৪। পার্থিব উদ্দেশ্য..... ১১৭
৫। রামদুলাল বনাম সুরবালা দাস্যা মামলা ১১৭
৬। দত্তক গ্রহণের শর্তাবলি ১১৮
৭। কে দত্তক গ্রহণ করতে পারে ১১৮
৮। কাকে দত্তক গ্রহণ করা যায় ১১৮
৯। একজন বিধবা মৃত স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো পুত্রকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে কি?..... ১১৯
১০। একমাত্র পুত্রকে দত্তক প্রদান/দত্তক গ্রহণ করা যায় কি-না ১১৯
১১। একমাত্র পুত্রকে দত্তক প্রদান/দত্তক গ্রহণ সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত মামলা ১২০
১২। বোনের পুত্রকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা ১২১
১৩। হিন্দু আইনে বৈধ দত্তক গ্রহণের উপকরণ..... ১২১

১৪। বৈধ দত্তকের উপাদানসমূহ ১২২
১৫। দত্তক গ্রহণকারীর যোগ্যতা ১২২
১৬। দত্তক দাতার যোগ্যতা ১২২
১৭। দত্তকীর উপযুক্ততা ১২৩
১৮। প্রকৃত আদান-প্রদান ১২৩
১৯। দত্তহোম ১২৩
২০। সম্মতি ১২৩
২১। মুসলিম ও খ্রিষ্টধর্মে দত্তক নেয়া সম্পর্কে আইনি বিধান ১২৩
২২। কায়স্থ কর্তৃক নমশূদ্রকে দত্তক গ্রহণ করা যায় কিনা ১২৪
২৩। দত্তক গ্রহণের পর পুত্র সন্তান জন্মানোর পরিণতি ১২৪
২৪। দত্তক ও নিজ পুত্রের সম্পত্তির অংশ ১২৪
২৫। দত্তক গ্রহণের ফলাফল ১২৫
২৬। ভারতে দত্তক গ্রহণের ভিন্ন আইন ১২৫
২৭। দত্তক সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত মামলা ১২৫
২৮। দত্তক সম্পর্কিত আরো একটি বিখ্যাত মামলা ১২৭
২৯। দত্তক সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের কতিপয় সিদ্ধান্ত ১২৯

অধ্যায়-নয়

ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে দান

১। দেবোত্তর সম্পত্তি কী? ১৩১
২। সেবাইত কাকে বলে ১৩১
৩। দেবোত্তর কীভাবে সৃষ্টি করা যায়/ দেবোত্তর সম্পত্তি সৃষ্টির শর্তবলি কী: ১৩১
৪। দেবোত্তর সম্পত্তি কী হস্তান্তর করা যায়? ১৩২
৫। দেবোত্তর সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার কর্তব্য ১৩২
৬। দেবোত্তর রদ, রহিত বা বাতিল করা যায় কিনা? বা কী অবস্থার প্রেক্ষিতে দেবোত্তর বাতিল করা যায় ১৩২
৭। দেবোত্তর কয়ভাবে করা যায়/দেবোত্তর কত প্রকার ১৩৩
৮। কে সেবাইত নিয়োগ দেবেন ১৩৩
৯। সেবাইতের ক্ষমতা কার্যাবলি ১৩৩
১০। ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তির পার্থক্য ১৩৩
১১। দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত ১৩৪

অধ্যায় -দশ

হিন্দু যৌথ পরিবার সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের কতিপয় সিদ্ধান্ত ১৩৭

অধ্যায়-এগার

হিন্দু আইনে বিয়ে

১। হিন্দু আইনে বিয়ে কী ১৪১
২। হিন্দু বিয়ের প্রকারভেদ..... ১৪১
৩। হিন্দু বিয়ের শর্ত..... ১৪২
৪। হিন্দু বিবাহের আইনগত ফলাফল ১৪৪
৫। হিন্দু বিধবা বিবাহ ১৪৫
৬। বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে তালাক প্রথা আছে কিনা..... ১৪৬
৭। বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২..... ১৪৭
৮। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩..... ১৫০
৯। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ এর ভাষ্য..... ১৬৪
১০। একটি হিন্দু বিবাহের হলফনামা নমুনা ১৬৮
১২। একটি হিন্দু বিবাহের হলফনামা নমুনা ইংরেজিতে ১৭০
১৩। একটি হিন্দু বিবাহের ম্যারেজ সার্টিফিকেট নমুনা..... ১৭২
১৪। বিবাহ সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের কতিপয় সিদ্ধান্ত..... ১৭৩

অধ্যায়-বারো

হিন্দু আইনে নাবালকত্ব এবং অভিভাবকত্ব

১। ভূমিকা ১৭৭
২। অভিভাবক বলতে যা বোঝায়..... ১৭৭
৩। অভিভাবকের প্রকারভেদ ১৭৭
৪। স্বাভাবিক ও আদালত কর্তৃক নিযুক্তীয় অভিভাবকের ক্ষমতা ১৭৯
৫। কখন পিতা অভিভাবক হতে পারবে না ১৮০
৬। ধর্মান্তরিত পিতার অভিভাবকত্ব..... ১৮০

অধ্যায়-তেরো

হিন্দু আইনে ভরণপোষণ

১। ভরণপোষণ..... ১৮১
২। কারা ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী..... ১৮১
৩। হিন্দু আইনে কে ভরণপোষণ দাবি করতে পারে..... ১৮১
৪। কখন বিধবা নারীর ভরণপোষণের অধিকার লোপ পায় ১৮৩
৫। স্বামী হতে পৃথক থেকে স্ত্রী কখন ভরণপোষণ পেতে পারে ১৮৩

৬। বিবাহিতা নারী কখন ভরণপোষণ পেতে পারে না ১৮৪
৭। কখন ভরণপোষণের মোকদ্দমা করা যায় ১৮৪
৮। বিধবার ভরণপোষণের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হয়..... ১৮৪
৯। ভরণপোষণ সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত ১৮৫

অধ্যায়-চৌদ্দ

স্ত্রীধন ও নারীর সম্পদ

১। স্ত্রীধন কাকে বলে?..... ১৮৭
২। স্ত্রীবর্ণ কি/স্ত্রীবর্ণ বলতে কী বোঝ ১৮৭
৩। স্ত্রীধন কীভাবে অর্জন করা হয়?..... ১৮৭
৪। বিধবার সম্পত্তি কাকে বলে? ১৮৭
৫। নারীর সম্পত্তি কাকে বলে..... ১৮৭
৬। সব বিধবার সম্পত্তি নারীর সম্পত্তি হলেও সব নারীর সম্পত্তি বিধবার সম্পত্তি নয়ঃ ব্যাখ্যা কর..... ১৮৮
৭। একজন হিন্দু বিধবা কী কী উদ্দেশ্যে তার স্বামীর সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে হস্তান্তর করতে পারে ১৮৮
৮। স্ত্রীধনের উপর নারীর অধিকার ১৮৯
৯। বিধবা অবস্থায় স্ত্রীধনের উপর অধিকার..... ১৮৯
১০। হিন্দু আইনে বিভিন্ন মতবাদ ও উহার বিকাশ আলোচনা কর ১৮৯
১১। স্ত্রীধন ও নারীর সম্পত্তি সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ..... ১৯০

অধ্যায়-পনের

উল্লেখযোগ্য মামলাসমূহ

১। হনুমান প্রসাদ পাণ্ডে **বনাম** বাবুই মুনরাজ কুনওয়ারী ১৯৩
২। সুরজ বংশী কোয়ের **বনাম** শিউ প্রসাদ সিং..... ১৯৫
৩। মাণিক্যমালা **বনাম** নন্দকুমার..... ১৯৬
৪। হীরা লাল সিং **বনাম** ত্রিপুরা চরণ রায় ১৯৭
৫। রঙ্গস্বামী **বনাম** নচিয়াপ্পা..... ১৯৯
৬। বিদ্যা ভারতী **বনাম** বালুস্বামী আয়ার..... ২০০
৭। ব্রিজ নারায়ণ রায় **বনাম** মঙ্গলা প্রসাদ..... ২০২
৮। প্রমথনাথ মল্লিক **বনাম** প্রদ্যুম্ন কুমার মল্লিক..... ২০৪
৯। ইন্দিরা রাণী ঘোষ **বনাম** অক্ষয় কুমার ঘোষ..... ২০৫

অধ্যায় এক

স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশ প্রাপ্তিতে উচ্চ আদালতের রায়ের বাংলা রুপ

হাইকোর্ট ডিভিশন

(সিভিল রিভিশন নং ২৪৭৭/২০০৪)

উপস্থিতঃ বিচারপতি মিঃ মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী
শুনানীঃ ১৩/২/২০, ১৮/০২/২০২০, ২৬/০২/২০২০, ৫/০৩/২০২০ এবং ১৩/০৩/২০২০
প্রয়াত জোতিন্দ্রনাথ মণ্ডলের উত্তরাধিকারী: শিবোপদ মণ্ডল প্রমুখ
..... আবেদনকারী।

-বনাম-

গৌরী দাসী প্রমুখ
.....প্রতিপক্ষ/বিরুদ্ধ দল।

২০০৪ সালের সিভিল রিভিশন নং ২৪৭৭
হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার আইন
[১৯৩৭ সালের ১৮ নং আইন]

ধারাঃ ২

একজন হিন্দু বিধবা তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার অধিকারী এমনকি মৃত ব্যক্তির মৃত পুত্র (যিনি তার পূর্বে মারা গেছেন) বিধবা স্ত্রী তার সম্পত্তিতে অধিকারী হিসেবে হিস্যা পাওয়ার অধিকারী যেমনটি তার ছেলে জীবিত থাকলে পেত। একজন হিন্দু বিধবা আইনে যেকোনো সম্পত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মালিক ও যেকোনো অংশীদারিত্বে সহ অংশীদারি হওয়ার অথবা বিভাগ বণ্টন এবং অগ্রক্রয়ের দাবিদার হওয়ার অধিকারী। আপীল বিভাগ আপিল্যান্ট/রেসপনডেন্ট পক্ষের অভিযোগ না থাকলেও যেকোনো আইনগত, ঘটনাগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। 'সম্পত্তি' বলতে ১৯৩৭ সালের আইনে সর্বদা কৃষি জমি অন্তর্ভুক্ত ও গণ্য হবে। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গৃহীত রায়ে বলা হয়েছে যে, অভিমন্যু কালীদাসী ও গীতা রানী নামীয় ২টি কন্যা

রেখে মারা যান। গীতা রানীর ৩টি পুত্র সন্তান আছে। তাই হাইকোর্ট বিভাগ এই অভিমত দেন যে, রাজ বিহারী মণ্ডলের মৃত্যুতে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার মৃত ছেলে অভিমন্যুর বিধবা স্ত্রী অংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন। তৎপরবর্তীতে অভিমন্যুর দৌহিত্রগণ একই রকমভাবে উত্তরাধিকারী হবেন। উপর্যুক্ত মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে যে, গৌরি দাসীর অধিকারের প্রশ্নে রায় কৃষ্ণ বনাম মোতালেব আলী প্রামাণিক, ৩ বিএলডি, ৩৪ ডিএলআর ১৭৮ এবং ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য অভিমতগুলোও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং বর্তমান মামলায় অন্যান্য বিজ্ঞ আইনজীবীদের মতামতও প্রাসঙ্গিক। ৩৯ এবং ৪০...।

'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ হল সমস্ত সম্পত্তি যা স্থাবর বা অস্থাবর হতে পারে, বসতবাড়ি, কৃষিজমি, নগদ বা ধরনের অন্য যেকোন সম্পত্তি।...৩৭।

আইনজীবী যারা এই মামলায় হাজির হয়েছেন:

মি. উজ্জ্বল ভৌমিক, অ্যাডভোকেট অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

জনাব এম এ জব্বার, অ্যাডভোকেট

... আবেদনকারীদের জন্য।

জনাব সৈয়দ নাফিউল ইসলাম, অ্যাডভোকেট

...বিপক্ষ দলের জন্য নং-১।

রায়

স্বত্ব ঘোষণা আপিল নং- ১২১/১৯৯৬ এ যুগ্ম জেলা জজ ৪র্থ আদালত খুলনা কর্তৃক প্রদত্ত যার ইং ০৭/০৩/২০০৪ তারিখের রায় ডিক্রি যে আপিলটির মূল মামলা নং ২৪/১৯৬৬, আগের তারিখ ইং ৩০/০৫/১৯৯৬ নিশ্চিত করে, যার রায় ডিক্রি প্রদান করেছেন বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত বটিয়াঘাটা, খুলনা।

২। দরখাস্তকারীর পূর্বাধিকারীর যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল তার মা শামেলা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে বাদী হিসেবে স্বত্ব ঘোষণা বাবদ মোকদ্দমা দায়ের করেন। অত্র মামলায় বাংলাদেশ সরকারকে বিবাদী করা হয় যথাক্রমে ১, ২ এবং ৩ পরবর্তীতে ২নং বিবাদীর নাম কর্তন করে দেওয়া হয় অর্থাৎ বাদ দেওয়া হয়।

৩। ৩নং বাদীর মোকদ্দমা সংক্ষেপে নিম্নরূপ : বাদীর প্রয়াত বাবা রাজ বিহারী মণ্ডল নালিশী জমিসহ অন্যান্য বেনালিশী জমির মালিক ছিলেন। রাজবিহারীর ২টি পুত্র সন্তান বাদী ও তার প্রয়াত ভ্রাতা অভিমন্যু বাদীর পিতার জীবদ্দশায় বাদীর ভ্রাতা

অভিমন্যু গত ইং ১২/০৪/১৯৫৮ তারিখে উত্তরাধিকারী বাবা রাজবিহারী, মা শামেলা বালা মণ্ডল, স্ত্রী গৌরী দাসী এবং ২ কন্যা রেখে যান। অভিমন্যুর কোনো পুত্র সন্তান নেই। রাজবিহারী মণ্ডল কলকাতার সল্টলেকে প্রায় ১০০ বছর বয়সে মারা যান। যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। এক পুত্র বাদী, তার স্ত্রী (বাদীর মা) যিনি ২ নং বিবাদী এবং ১ নং বিবাদী গৌরী দাসী (অভিমন্যুর স্ত্রী) বিবাদী প্রয়াত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে বাদীই একমাত্র উত্তরাধিকারী হিন্দু আইনে দায়ভাগা মতবাদ মতে। রাজবিহারী মণ্ডলের আর কোনো পুত্র সন্তান, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র ছিল না। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারত থেকে তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার পর তিনি তার বাবার সমস্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করে আসছেন। তিনি ছাড়া কেউই উক্ত সম্পত্তিতে কোনো অধিকার, স্বত্বদখল ইত্যাদি দাবি করতে পারে নি। নালিশী জমির এস,এ রেকর্ড তার পিতার নামেই সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়ে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হয়ে প্রকাশিত হয়। যিনি স্বত্ব ভোগদখলে ছিলেন ও খাজনাদি পরিশোধ করে আসছিলেন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। বাংলা পঞ্চম অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ বি.এস সনে সে জানতে পারে যে, ১ নং বিবাদী গৌরী দাসী মন্ডল স্থানীয় কতিপয় কুচক্রী কারবারিদের কথামত বাটিয়াঘাটা সার্কেল অফিসার (রেভিনিউ) বরাবর ৫.৯৫ একর জমি নিজ নামে খারিজ (নাম পত্তন) করার জন্য আবেদন করেন এবং সেমতে ৫.৯৫ একর জমি তার নামে খারিজ করে দেওয়া হয়। গত ইং ১৭/০১/১৯৮৩ তারিখে বাদীর নামপত্তনের আবেদন এবং সার্কেল অফিসার (রেভিনিউ)-এর আদেশ পাওয়ার পর তিনি এই নামপত্তনের বিষয়ে সর্বপ্রথম জানতে পারেন। প্রয়াত রাজবিহারী পরিত্যক্ত কৃষি জমিতে ১ নং বিবাদী গৌরী দাসী আইনত কোনো অংশ পাওয়ার হকদার নন। কারণ তার স্বামী নিজ পিতার জীবদ্দশায় কোনো পুত্র সন্তান না রেখে মারা যান। বাদীর পিতার নামে এস.এ রেকর্ড সঠিকভাবে নালিশী জমি প্রস্তুত হয়ে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। যিনি স্বত্বদখলে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত কর খাজনাদি পরিশোধ করে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে সার্কেল অফিসার (রেভিনিউ) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি অবৈধ হেতু তা বাদীর উপর বাধ্যকর নয়। গত ইং ২০/০১/১৯৮৩ তারিখে বাদী ১ নং বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন যে, সার্কেল অফিসার রেভিনিউ তাকে (১ নং বিবাদীকে) বলেছেন যে, তিনি শ্বশুরের জীবদ্দশায় তার স্বামীর মৃত্যুর পরও শ্বশুরের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ৫০% অংশ পাবেন। ১ নং বিবাদী, বাদী হুমকি দিয়ে বলেন যে, ১ নং বিবাদীকে বাদী নালিশী জমিতে কোনো ভোগদখল গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ

নালিশী জমির উত্তরাধিকারী হয়েন। তার কন্যাগণ কালিদাসী, গীতা রানী এবং গীতা রানীর পুত্রগণও বিবাদী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নেই। আর এভাবে মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে দুষ্ট।

৫। গত ইং ৩০/০৫/১৯৯৬ বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত বটিয়াঘাটা, খুলনা পক্ষদ্বয়কে শুনে রায় ডিক্রি প্রদান মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি করেন। রায়ে বিজ্ঞ আদালত বলে যে, বর্তমান আকারে (আরজি মূলে) মোকদ্দমাটি রক্ষণীয় নয়। যেহেতু প্রতিকার চাওয়া হয় নি এবং মূল্য তালিকা কোর্ট ফি দেওয়া হয় নি এবং ১ নং বিবাদী গৌরী দাসী তার প্রয়াত শ্বশুরের পরিত্যক্ত কৃষি জমিতে উত্তরাধিকারী নন মর্মে সত্যতা পাওয়া যায় নি।

৬। বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত গত ইং ১৯৯৬ সালে আপীল স্মারক নং ১২১, যা দায়ের করা হয়েছিল গত ইং ০৭-০৩-২০০৪ প্রদত্ত রায় ডিক্রির বিরুদ্ধে যা বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ৪র্থ আদালত, খুলনা কর্তৃক প্রদান করা হয়েছিল। অত্র আপীলে বিজ্ঞ আদালত বলেন যে, ১নং বিবাদী তার শ্বশুর রাজবিহারী মণ্ডল কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে অংশ পাবার অধিকারী।

৭। তাই দরখাস্তকারী রিভিশন আবেদনটি আনয়ন করেন এবং রুলটি পান।

৮। তিনি আরো বলেন যে, কোনো মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী যেমন রাজ বিহারীর পুত্রবধূ তার বা তার পুত্রের কৃষি জমিতে উত্তরাধিকারী হবেন না। শুধুমাত্র বসতবাড়িতে জীবন স্বত্বে অর্জন করেন।

৯। তিনি আরো জমা দেন যে, রাজবিহারী মণ্ডলের মতো একজন ব্যক্তির পূর্ববর্তী পুত্রের কোনো বিধবা তার বা তার ছেলের রেখে যাওয়া কৃষি জমির উত্তরাধিকারী হবে না, বরং তিনি কেবল তার বাড়ির জন্য জীবনস্বত্বে উত্তরাধিকারী হবেন।

১০। জনাব জব্বার একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে বলেন যে, প্রশ্ন হলো এই শ্রেণির বিধবাগণ এ ধরনের কৃষি জমিতে আইনত উত্তরাধিকারী হবেন কিনা এবং এই রকম একটি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সরকার কর্তৃক একটি রেফারেন্স আবেদন করা হয়েছিল ফেডারেল কোর্টে 45 CWN PAGE-81। সেই মামলায় ফেডারের কোর্ট তার সিদ্ধান্তে বলেন যে, ১৯৩৭ এর বিধনানুযায়ী মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী কৃষি জমিতে উত্তরাধিকারী হবেন না এবং ঐ সিদ্ধান্তের দ্বারা আইনটি বাতিল করা হয় এবং এই বাতিলের কারণে আমাদের দেশে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি অথবা বর্তমান ভারতে। সেই মতে আপীল